তৃতীয় অধ্যায়

বৃন্দাবনের বাইরে ভগবানের লীলাবিলাস

শ্লোক ১

উদ্ধব উবাচ

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রো-
শ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযূথনাথং
হতং ব্যকর্ষদ্ ব্যসুমোজসোর্ব্যাম্ ॥ ১ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; ততঃ—তারপর; সঃ—ভগবান; আগত্য—এসে; পুরম্—মথুরাপুরীতে; স্ব-পিত্রোঃ—তাঁর পিতামাতা; চিকীর্ষয়া—শুভ কামনা করে; শম্—কল্যাণ; বলদেব-সংযুতঃ—বলদেবসহ; নিপাত্য—নিচে টেনে এনে; তুঙ্গাৎ—সিংহাসন থেকে; রিপু-যূথ-নাথম্—জনসাধারণের শত্রুদের নেতা; হতম্—হত্যা করে; ব্যকর্ষৎ—আকর্ষণ করেছিলেন; ব্যসুম্—মৃত; ওজসা—বলের দ্বারা; উর্ব্যাম্—ভূমিতে।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ মথুরাপুরীতে গিয়ে তাঁদের পিতামাতার আনন্দবিধানের জন্য জনসাধারণের নেতা কংসকে তার সিংহাসন থেকে টেনে এনে মহাবলে তাকে ভূমিতে ফেলে হত্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে কংসরাজের মৃত্যুর বর্ণনা সংক্ষেপে করা হয়েছে। কেননা এই সমস্ত লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা হয়েছে দশম স্কন্ধে। ষোল বছর বয়সেই ভগবান তাঁর পিতামাতার সুযোগ্য পুত্ররূপে প্রমাণিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব দুই ভাই বৃন্দাবন থেকে মথুরায় গিয়ে তাঁদের পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীর

অনুবাদ

কালযবন, মগধরাজ জরাসন্ধ এবং শাল্ব সসৈন্যে মথুরাপুরী অবরোধ করেছিল, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের তেজ প্রদর্শন করার জন্য তাদের বধ করেননি।

তাৎপর্য

কংসের মৃত্যুর পর কালযবন, জরাসন্ধ এবং শাল্ব যখন সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করেছিল, তখন লীলাচ্ছলে ভগবান মথুরাপুরী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর একটি নাম রণছোর। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান তাঁর নিজজন মুচুকুন্দ এবং ভীমের মতো ভক্তদের দ্বারা তাদের বধ করতে চেয়েছিলেন। কালযবন ও মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন যথাক্রমে মুচুকুন্দ ও ভীম, যাঁরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছিলেন। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান তাঁর ভক্তদের শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি নিজে যুদ্ধ করতে অক্ষম কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাদের বধ করতে সক্ষম। তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মার অনুরোধে পৃথিবীর অবাঞ্ছিত অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান অবতরণ করেছিলেন, কিন্তু এই প্রকার মহান কার্যের গৌরবের অংশ ভোগ করার জন্য তিনি তাঁর ভক্তদেরও এই কার্যে নিযুক্ত করেন, যাতে তাঁরাও গৌরব অর্জন করতে পারেন। ভগবান নিজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত অর্জুনকে যুদ্ধ জয়ের গৌরব প্রদান করার জন্য (*নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*), তিনি তাঁর রথের সারথি হয়েছিলেন, যাতে অর্জুন যোদ্ধার অভিনয় করার সুযোগ পান এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হতে পারেন। তিনি তাঁর অপ্রাকৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে যা করতে চান, তা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। তাঁর শুদ্ধ অনন্য ভক্তদের প্রতি ভগবান এইভাবে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ১১

শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্বলমেব চ ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎকাংশ্চ ঘাতয়ৎ ॥ ১১ ॥

শম্বরম্—শম্বর; **দ্বিবিদম্**—দ্বিবিদ; **বাণম্**—বাণ; **মুরম্**—মুর; **বল্বলম্**—বলল; **এব চ**—ইত্যাদি; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—ও; **দন্তবক্র-আদীন্**—দন্তবক্রের মতো অন্যেরা; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **কান্ চ**—এবং অন্য অনেকে; **ঘাতয়ৎ**—সংহার করেছিলেন।

অনুবাদ

কালযবন, মগধরাজ জরাসন্ধ এবং শাল্ব সসৈন্যে মথুরাপুরী অবরোধ করেছিল, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের তেজ প্রদর্শন করার জন্য তাদের বধ করেননি।

তাৎপর্য

কংসের মৃত্যুর পর কালযবন, জরাসন্ধ এবং শাল্ব যখন সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করেছিল, তখন লীলাচ্ছলে ভগবান মথুরাপুরী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর একটি নাম রণছোর। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান তাঁর নিজজন মুচুকুন্দ এবং ভীমের মতো ভক্তদের দ্বারা তাদের বধ করতে চেয়েছিলেন। কালযবন ও মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন যথাক্রমে মুচুকুন্দ ও ভীম, যাঁরা ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছিলেন। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা ভগবান তাঁর ভক্তদের শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি নিজে যুদ্ধ করতে অক্ষম কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাদের বধ করতে সক্ষম। তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মার অনুরোধে পৃথিবীর অবাঞ্ছিত অসুরদের সংহার করার জন্য ভগবান অবতরণ করেছিলেন, কিন্তু এই প্রকার মহান কার্যের গৌরবের অংশ ভোগ করার জন্য তিনি তাঁর ভক্তদেরও এই কার্যে নিযুক্ত করেন, যাতে তাঁরাও গৌরব অর্জন করতে পারেন। ভগবান নিজেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত অর্জুনকে যুদ্ধ জয়ের গৌরব প্রদান করার জন্য (*নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*), তিনি তাঁর রথের সারথি হয়েছিলেন, যাতে অর্জুন যোদ্ধার অভিনয় করার সুযোগ পান এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নায়ক হতে পারেন। তিনি তাঁর অপ্রাকৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে যা করতে চান, তা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মাধ্যমে সম্পাদন করেন। তাঁর শুদ্ধ অনন্য ভক্তদের প্রতি ভগবান এইভাবে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ১১

শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্বলমেব চ ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎকাংশ্চ ঘাতয়ৎ ॥ ১১ ॥

শম্বরম্—শম্বর; **দ্বিবিদম্**—দ্বিবিদ; **বাণম্**—বাণ; **মুরম্**—মুর; **বল্বলম্**—বলল; **এব চ**—ইত্যাদি; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—ও; **দন্তবক্র-আদীন্**—দন্তবক্রের মতো অন্যেরা; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **কান্ চ**—এবং অন্য অনেকে; **ঘাতয়ৎ**—সংহার করেছিলেন।

অনুবাদ

শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্বল ও দন্তবক্র আদি বহু অসুরদের কয়েকজনকে তিনি নিজে বধ করেন এবং অন্যদের শ্রীবলদেব ইত্যাদির দ্বারা বধ করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতান্নৃপান্ ।
চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেষামাপততাং বলৈঃ ॥ ১২ ॥

অথ—তারপর; **তে**—আপনার; **ভ্রাতৃ-পুত্রাণাম্**—ভ্রাতুষ্পুত্রদের; **পক্ষয়োঃ**—উভয় পক্ষের; **পতিতান্**—বধ করেছিলেন; **নৃপান্**—রাজাদের; **চচাল**—কম্পিত হয়েছিল; **ভূঃ**—পৃথিবী; **কুরুক্ষেত্রম্**—কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে; **যেষাম্**—যাদের; **আপততাম্**—আগত; **বলৈঃ**—বলের দ্বারা।

অনুবাদ

হে বিদুর! তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রদের পক্ষপাতী হয়ে আগত সেই সমস্ত রাজাদেরও ভগবান বিনাশ করেছিলেন। সেই সমস্ত রাজারা এত শক্তিশালী ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

স কর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং
কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ায়ুষম্ ।
সুযোধনং সানুচরং শয়ানং
ভগ্নোরুমূর্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **কর্ণ**—কর্ণ; **দুঃশাসন**—দুঃশাসন; **সৌবলানাম্**—সৌবল; **কুমন্ত্র-পাকেন**—অসৎ মন্ত্রণার দ্বারা; **হত-শ্রিয়**—সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত; **আয়ুষম্**—আয়ু; **সুযোধনম্**—দুর্যোধন; **স-অনুচরম্**—অনুচরসহ; **শয়ানম্**—পতিত; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **উরুম্**—উরু; **উর্ব্যাম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ন**—করেনি; **ননন্দ**—আনন্দ; **পশ্যন্**—তা দর্শন করে।

অনুবাদ

কর্ণ, দুঃশাসন ও সৌবলের কুমন্ত্রণায় দুর্যোধন হতশ্রী এবং হতায়ু হয়েছিল। তার অনুচরবর্গসহ সে যখন ভগ্ন উরু হয়ে ভূমিতে লুটাচ্ছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে তাকে দর্শন করে আনন্দিত হননি।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং ভীমকে উপদেশ দিয়েছিলেন কিভাবে যুদ্ধ করার সময় দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করতে হবে, তবুও ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনের পতনে ভগবান আনন্দিত হননি। ভগবান যদিও দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদান করতে বাধ্য হন, তবুও এই প্রকার দণ্ডদান করে তিনি সুখ অনুভব করেন না, কেননা সমস্ত জীবেরা হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ। দুষ্কৃতকারীদের কাছে তিনি বজ্র থেকেও কঠোর এবং তার অনুগতদের কাছে তিনি কুসুমের থেকেও কোমল। দুষ্কৃতকারীরা অসৎসঙ্গ ও কুমন্ত্রণার প্রভাবে পথভ্রষ্ট হয়, যা ভগবানের প্রতিষ্ঠিত নীতি ও নির্দেশের বিরোধী, এবং তাই তারা দণ্ডনীয় হয়। সুখী হওয়ার নিশ্চিত পন্থা হচ্ছে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করা এবং কখনও তাঁর দ্বারা স্থাপিত বিধির লঙ্ঘন না করা, যা মায়ামুগ্ধ জীবদের জন্য বেদ ও পুরাণে নিরূপিত হয়েছে।

শ্লোক ১৪

কিয়ান্ ভুবোঽয়ং ক্ষপিতোরুভারো
যদ্দ্রোণভীষ্মার্জুনভীমমূলৈঃ ।
অষ্টাদশাক্ষৌহিণিকো মদংশৈ-
রাস্তে বলং দুর্বিষহং যদূনাম্ ॥ ১৪ ॥

কিয়ান্—এটি কি; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **অয়ম্**—এই; **ক্ষপিত**—হ্রাস করা হয়েছে; **উরু**—অত্যন্ত অধিক; **ভারঃ**—ভার; **যৎ**—যা; **দ্রোণ**—দ্রোণ; **ভীষ্ম**—ভীষ্ম; **অর্জুন**—অর্জুন; **ভীম**—ভীম; **মূলৈঃ**—সহায়তায়; **অষ্টাদশ**—আঠার; **অক্ষৌহিণিকঃ**—অক্ষৌহিণী সেনা (ভাগবত ১/১৬/৩৪ দ্রষ্টব্য); **মৎ-অংশৈঃ**—আমার অংশগণসহ; **আস্তে**—এখনও রয়েছে; **বলম্**—মহাশক্তি; **দুর্বিষহম্**—অসহ্য; **যদূনাম্**—যদুবংশের।

অনুবাদ

(কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভগবান বলেছিলেন—) দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন এবং ভীমের সহায়তায় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীযুক্ত পৃথিবীর বিশাল ভার হরণ হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার থেকে উৎপন্ন যদুবংশের মহাভার এখনও বর্তমান, যা পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্বিষহ হতে পারে।

তাৎপর্য

লোকেরা অনেক সময় বলে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবী অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয় এবং তখন যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা বিনাশ-কার্য সংগঠিত হয়, সেই ধারণাটি ভ্রান্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবী কখনও ভারাক্রান্ত হয় না। পৃথিবীর উপর বিশাল পর্বতসমূহে ও সমুদ্রে মানুষদের থেকে অধিক সংখ্যক জীব রয়েছে, এবং তার ফলে পর্বত ও সমুদ্র কখনও ভারাক্রান্ত হয় না। যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠে সমস্ত জীবের সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে যে, মানুষদের সংখ্যা সমস্ত প্রাণীদের সংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগও নয়। যদি মানুষের জন্মের হার বাড়তে থাকে, তাহলে সেই অনুপাতে অন্যান্য জীবদের জন্মের হারও বাড়তে থাকবে। পশু, জলচর, পক্ষী ইত্যাদি নিম্ন স্তরের প্রাণীদের জন্মের হার মানুষদের থেকে অনেক অধিক। ভগবানের ব্যবস্থাপনায় পৃথিবীতে সমস্ত জীবের আহারের পর্যাপ্ত আয়োজন রয়েছে, এবং যদি জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে তিনি অধিক আহারের আয়োজন করতে পারেন।

তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবীর ভারাক্রান্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয় ধর্ম-গ্লানির ফলে, অর্থাৎ ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ না করার ফলে। ভগবান পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন দুষ্কৃতকারীদের দমন করার জন্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাবার জন্য নয়, যা জড়বাদী অর্থনীতিবিদেরা ভ্রান্তিবশত বলে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণকারী দুষ্টদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। জড় সৃষ্টি ভগবানের ইচ্ছা পূর্তির জন্য হয়েছে। ভগবানের ইচ্ছা, যে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য নয়, সেই সমস্ত জীবদের সেই চিন্ময় জগতে প্রবেশ করবার যোগ্যতা লাভের জন্য তাদের অবস্থার পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া। জড় সৃষ্টির সমস্ত আয়োজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করা, এবং ভগবানের প্রকৃতি সমস্ত জীবদের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট আয়োজন করে রেখেছে।

তাই, পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, সেই সমস্ত মানুষেরা যদি দুষ্কৃতকারী না হয়ে ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহলে তা পৃথিবীর কাছে ভার না হয়ে আনন্দের উৎস হয়। ভার দুই প্রকার—পশুর ভার এবং প্রেমের ভার। পশুর ভার অসহ্য হয়, কিন্তু প্রেমের ভার আনন্দদায়ক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রেমের ভার অত্যন্ত ব্যবহারিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যুবতী পত্নীর কাছে পতির ভার, মায়ের কোলে শিশুপুত্রের ভার, এবং ব্যবসায়ীর কাছে ধনের ভার, যদিও প্রকৃতপক্ষে ওজনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারস্বরূপ, তবুও সেগুলি হচ্ছে আনন্দের উৎস, এবং এই প্রকার ভারী বস্তুর অনুপস্থিতিতে বিচ্ছেদের ভার অনুভূত হতে পারে, যা প্রেমের ভার থেকে অনেক বেশি ভারী। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর উপর যদুবংশের ভারের উল্লেখ করেছিলেন, সেই ভার পশু ভার ছিল না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উৎপন্ন তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ ছিল এবং অবশ্যই তার ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু যেহেতু তাঁরা ছিলেন ভগবানের অংশ, তাই তাঁরা সকলেই ছিলেন পৃথিবীর পক্ষে মহান আনন্দের উৎস। ভগবান যখন পৃথিবীর ভারের সম্পর্কে তাঁদের উল্লেখ করেন, তখন তিনি অচিরেই তাঁদের তিরোধানের বিষয় মনে করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবারের সমস্ত সদস্যেরা ছিলেন বিভিন্ন দেবতাদের অবতার, এবং ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও অন্তর্ধান হওয়ার কথা। ভগবান যখন যদুবংশের সম্পর্কে পৃথিবীর অসহ্য ভারের উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের বিচ্ছেদ ভারের ইঙ্গিত করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীও এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ১৫

মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো
মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাম্ ।
নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোঽন্যো
ময্যুদ্যতেঽন্তর্দধতে স্বয়ং স্ম ॥ ১৫ ॥

মিথঃ—পরস্পর; **যদা**—যখন; **এষাম্**—তাদের; **ভবিতা**—হবে; **বিবাদঃ**—কলহ; **মধু-আমদ**—মদ্যপানজনিত নেশা; **আতাম্র-বিলোচনানাম্**—আরক্ত লোচনে; **ন**—না; **এষাম্**—তাঁদের; **বধ-উপায়ঃ**—তিরোধানের উপায়; **ইয়ান্**—এইভাবে; **অতঃ**—তাছাড়া; **অন্যঃ**—বিকল্প; **ময়ি**—আমার; **উদ্যতে**—অন্তর্হিত হতে উদ্যত হলে; **অন্তঃ-দধতে**—অন্তর্হিত হবে; **স্বয়ম্**—তারা নিজেরা; **স্ম**—নিশ্চয়ই।

অনুবাদ

যখন সেই য়াদবেরা মধুপানে উন্মত্ত হয়ে আরক্ত লোচনে পরস্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হবে, তখন সেই বিবাদই তাদের বিনাশের কারণ হবে; অন্য আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। আমার অন্তর্ধানের পর তা ঘটবে।

তাৎপর্য

ভগবান এবং তাঁর পার্ষদেরা তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে আবির্ভূত এবং তিরোহিত হন। তাঁরা প্রকৃতির নিয়মের অধীন নন। ভগবানের পরিবারের সদস্যদের মারবার শক্তি কারোরই ছিল না, এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তাঁদের প্রাকৃত মৃত্যুরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই, তাঁদের তিরোভাবের একমাত্র উপায় ছিল পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের অভিনয় করা, যেন তাঁরা মদিরা পান করে নেশাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। সেই তথাকথিত যুদ্ধও হয়েছিল ভগবানেরই ইচ্ছায়, তা না হলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করার কোন কারণই ছিল না। ঠিক যেমন অর্জুনকে পারিবারিক আসক্তিতে মোহাচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং তার ফলে ভগবদ্গীতার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তেমনই ভগবানের ইচ্ছায় যাদবেরা মদিরা পানে প্রমত্ত হয়েছিলেন, তাছাড়া আর কিছু নয়। ভগবানের ভক্ত এবং পার্ষদেরা সম্পূর্ণরূপে শরণাগত আত্মা। এইভাবে তাঁরা সকলেই ভগবানের হাতে অপ্রাকৃত ক্রীড়নক, এবং ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের ব্যবহার করতে পারেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরাও ভগবানের এই প্রকার লীলা উপভোগ করেন, তাঁরা সর্বদাই তাঁর আনন্দবিধান করতে চান। ভগবানের ভক্তেরা কখনও তাঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন না; পক্ষান্তরে, তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে তাঁরা ভগবানের ইচ্ছার পূর্তিসাধন করেন এবং ভগবান ও তাঁর ভক্তের মধ্যে এই সহযোগিতার ফলে ভগবানের লীলার পূর্ণ পটভূমিকা নির্মিত হয়।

শ্লোক ১৬

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্মজম্ ।
নন্দয়ামাস সুহৃদঃ সাধূনাং বর্ত্ম দর্শয়ন্ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঞ্চিন্ত্য**—মনে মনে চিন্তা করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্ব-রাজ্যে**—তাঁর নিজের রাজ্যে; **স্থাপ্য**—স্থাপন করে; **ধর্মজম্**—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে; **নন্দয়াম্ আস**—আনন্দিত করেছিলেন; **সুহৃদঃ**—বন্ধুদের; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **বর্ত্ম**—পথ; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে মনে মনে চিন্তা করে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে, এবং সাধুদের বর্ত্ম প্রদর্শন করে সুহৃৎদের আনন্দবিধান করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

উত্তরায়াং ধৃতঃ পূরোর্বংশঃ সাধ্বভিমন্যুনা ।
স বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ ॥ ১৭ ॥

উত্তরায়াম্—উত্তরাকে; **ধৃতঃ**—ধারণ করে; **পূরোঃ**—পুরুর; **বংশঃ**—বংশ; **সাধু-অভিমন্যুনা**—বীর অভিমন্যুর দ্বারা; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **দ্রৌণি-অস্ত্র**—দ্রোণাচার্যের পুত্রের অস্ত্রের দ্বারা; **সংপ্লুষ্টঃ**—দগ্ধ হয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **ধৃতঃ**—রক্ষিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

পুরুবংশধরের যে ভ্রূণটি মহাবীর অভিমন্যু কর্তৃক তাঁর পত্নী উত্তরার গর্ভে সংস্থাপিত হয়েছিল, তা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ভগবান তা পুনরায় রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহান যোদ্ধা অভিমন্যু কর্তৃক উত্তরা গর্ভবতী হওয়ার পর পরীক্ষিতের যে ভ্রূণ-শরীরটি বিকশিত হচ্ছিল, তা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে তাঁকে দ্বিতীয় শরীর প্রদান করেন এবং এইভাবে পুরুবংশ রক্ষা পেয়েছিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে যে, শরীর এবং চিৎ স্ফুলিঙ্গ বা জীব পরস্পর থেকে ভিন্ন। পুরুষের বীর্য সঞ্চারের ফলে জীব যখন কোন স্ত্রীর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন পুরুষ ও স্ত্রীর ক্ষরণের মিশ্রণ হয় এবং মটরদানার আকারে এক শরীর নির্মিত হয়, এবং ক্রমশ তা এক পূর্ণাঙ্গ শরীররূপে বিকশিত হয়। কিন্তু, যদি বিকাশশীল ভ্রূণ কোনভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তখন জীবকে দ্বিতীয় শরীরে অথবা অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। যে বিশেষ জীব মহারাজ পুরু বা পাণ্ডবদের বংশধর হওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, তিনি সাধারণ জীব ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইচ্ছায় তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ভাগ্যলাভ করেছিলেন। তাই, অশ্বত্থামা যখন উত্তরার গর্ভস্থ

মহারাজ পরীক্ষিতের ভ্রূণ নষ্ট করেছিল, তখন ভগবান মহাবিপদগ্রস্ত ভাবী পরীক্ষিৎ মহারাজকে শুধুমাত্র দর্শন দেওয়ার জন্যই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে উত্তরার গর্ভে তাঁর অংশের দ্বারা প্রবেশ করেন। উত্তরার গর্ভে আবির্ভূত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুটিকে অভয়দান করেন এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা তাঁকে এক নতুন শরীর দান করে সর্বতোভাবে তাঁকে রক্ষা করেন। তাঁর সর্বব্যাপক শক্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরা এবং পাণ্ডব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বাইরে ও ভিতরে বিরাজমান ছিলেন।

শ্লোক ১৮

অযাজয়দ্ধর্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্বিভুঃ ।
সোঽপি ক্ষ্মামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ১৮ ॥

অযাজয়ৎ—অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **ধর্ম-সুতম্**—ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা; **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **ত্রিভিঃ**—তিন; **বিভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **অপি**—ও; **ক্ষ্মাম্**—পৃথিবী; **অনুজৈঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহায়তায়; **রক্ষন্**—রক্ষা করে; **রেমে**—আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **কৃষ্ণম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অনুব্রতঃ**—নিত্য শরণাগত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়েছিলেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী হয়ে, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহায়তায় পৃথিবী পালন করে, আনন্দে কালযাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন পৃথিবীর সম্রাট পরম্পরার আদর্শ প্রতিনিধি, কেননা তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত। বেদে (ঈশোপনিষদ্) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর। এই জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধ জীবদের ভগবানের সঙ্গে শাশ্বত সম্পর্কের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া। জড় জগতের সমস্ত ব্যবস্থা সেই কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা সম্পাদনের জন্য আয়োজিত হয়েছে। যারা সেই পরিকল্পনা লঙ্ঘন করে,

তাদের প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডভোগ করতে হয়, কেননা প্রকৃতি ভগবানের আদেশ অনুসারে কার্য করে। পৃথিবীর রাজা হিসেবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ। রাজা সর্বদাই ভগবানের প্রতিনিধি। আদর্শ রাজাকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়, এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন আদর্শ সম্রাট। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে প্রকৃতির পূর্ণ সহযোগিতায় রাজা ও প্রজা উভয়েই সুখী ছিলেন, এবং নাগরিকদের সুরক্ষা ও স্বাভাবিক জীবনের আনন্দ সকলের পক্ষেই সুলভ ছিল।

শ্লোক ১৯

ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ ।
কামান্ সিষেবে দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র জগতের প..... **লোক**—লৌকিক প্রথা; **বেদ**—বৈদিক সিদ্ধান্ত; **পথ-অনুগঃ**—মার্গ অনুসরণকারী; **কামান্**—জীবনের আবশ্যকতাসমূহ; **সিষেবে**—উপভোগ করেছিলেন; **দ্বার্বত্যাম্**—দ্বারকা নগরীতে; **অসক্তঃ**—আসক্ত না হয়ে; **সাংখ্যম্**—সাংখ্য দর্শনের জ্ঞান; **আস্থিতঃ**—স্থিত হয়ে।

অনুবাদ

বিশ্ব অন্তর্যামী ভগবানও দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবনযাপন করে আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন। তিনি সাংখ্য দর্শনের নির্দেশ অনুসারে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে অবস্থিত ছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দ্বারকার রাজা এবং তাই তিনি দ্বারকাধীশ নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যান্য অধীনস্থ রাজাদের মতো তিনিও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির পরম সম্রাট, তবুও তিনি যখন এই পৃথিবীতে বিরাজ করছিলেন, তখন তিনি কখনও বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করেননি, কেননা সেগুলি হচ্ছে মানবজীবনের পথ প্রদর্শক। বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে মানবজীবন সাংখ্য দর্শনের জ্ঞানের উপর

প্রতিষ্ঠিত। সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত জীবনই হচ্ছে জীবনের আবশ্যকতাসমূহ উপভোগের বাস্তবিক মার্গ। এই প্রকার জ্ঞান, অনাসক্তি এবং আচার অনুষ্ঠান ব্যতীত, তথাকথিত মানবসভ্যতা আহার, পান এবং বিবাহের মাধ্যমে পশুর মতো আনন্দ উপভোগের জীবন ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে স্বতন্ত্রভাবে আচরণ করছিলেন, তবুও তাঁর ব্যবহারিক উদাহরণের দ্বারা তিনি অনাসক্তি এবং জ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জীবনযাপন না করার শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। সাংখ্য দর্শনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি হচ্ছে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অর্জন করা। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে মানবজীবনের উদ্দেশ্য যে জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া, এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দেহের প্রয়োজনগুলি মিটানো সত্ত্বেও, এই প্রকার পাশবিক জীবনধারণ থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য। দেহের দাবিগুলি মেটানোই পশুজীবন, আর চিন্ময় আত্মার উদ্দেশ্যসাধনই হচ্ছে মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য।

শ্লোক ২০

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া ।
চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা ॥ ২০ ॥

স্নিগ্ধ—স্নিগ্ধ; **স্মিত-অবলোকেন**—মধুর হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **পীযূষ-কল্পয়া**—অমৃততুল্য; **চরিত্রেণ**—চরিত্রের দ্বারা; **অনবদ্যেন**—ত্রুটিহীন; **শ্রী**—সৌভাগ্য; **নিকেতেন**—নিবাস; **চ**—ও; **আত্মনা**—তাঁর অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নিগ্ধ সহাস্য অবলোকন, অমৃততুল্য মধুর বাক্য, নির্দোষ চরিত্রসহ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থলস্বরূপ তাঁর অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে সেখানে বিরাজমান ছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বে স্থির থাকার মতো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। এই শ্লোকে আবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল। এই দুটি তত্ত্ব পরস্পরবিরোধী নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিকৃষ্টা জড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্যের

প্রতি অনাসক্ত, কিন্তু চিন্ময় প্রকৃতি বা অন্তরঙ্গা প্রকৃতিতে তিনি নিত্য আনন্দ উপভোগ করেন। যারা মূর্খ তারা বহিরঙ্গা এবং অন্তরঙ্গা প্রকৃতির পার্থক্য বুঝতে পারে না। ভগবদ্গীতায় অন্তরঙ্গা শক্তিকে পরা প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীবিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তিকে পরা শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান কখনও পরা শক্তির সঙ্গের প্রতি অনাসক্ত নন। এই পরা শক্তি এবং তার প্রকাশ ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) *আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ* রূপে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান নিত্য আনন্দময় এবং এই প্রকার অপ্রাকৃত আনন্দ থেকে উৎপন্ন রস সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত। নিকৃষ্টা জড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে পরিত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে, চিৎ জগতের অপ্রাকৃত আনন্দকেও পরিত্যাগ করতে হবে। তাই ভগবানের স্নিগ্ধতা, তাঁর স্মিত হাসি, চরিত্র এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই অপ্রাকৃত। অন্তরঙ্গা শক্তির এই প্রকাশ বাস্তব, তার প্রতিবিম্ব যে জড়া প্রকৃতি তা ক্ষণস্থায়ী এবং প্রকৃত জ্ঞানের মাধ্যমে সকলেরই তার প্রতি অনাসক্ত থাকা উচিত।

শ্লোক ২১

ইমং লোকমমুং চৈব রময়ন্ সুতরাং যদূন্ ।
রেমে ক্ষণদয়া দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ ॥ ২১ ॥

ইমম্—এই; **লোকম্**—পৃথিবী; **অমুম্**—এবং অন্যান্য লোক; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চয়ই; **রময়ন্**—আনন্দদায়ক; **সুতরাম্**—বিশেষরূপে; **যদূন্**—যদুগণ; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **ক্ষণদয়া**—রাত্রে; **দত্ত**—প্রদত্ত; **ক্ষণ**—অবকাশ; **স্ত্রী**—রমণীদের সঙ্গে; **ক্ষণ**—দাম্পত্য প্রেম; **সৌহৃদঃ**—বন্ধুত্ব।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এবং অন্যান্য লোকে (উচ্চতর দিব্যলোকে) বিশেষ করে যাদবদের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ উপভোগ করেছিলেন। রাত্রে অবসর সময়ে তিনি তাঁর পত্নীদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ দাম্পত্য প্রেম উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। যদিও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং সব রকম জড় আসক্তির অতীত, তবুও তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন।

ভগবানের এই অনুরাগ স্বর্গের সেই সমস্ত দেবতাদের প্রতিও ছিল যাঁরা হচ্ছেন প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের শক্তিশালী নির্দেশক। তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, যদুদের প্রতি, এবং তাঁর ষোল হাজার মহিষী যাঁরা রাত্রিতে অবসর সময়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবানের এই সমস্ত আসক্তি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, যার ছায়া হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। স্কন্দ পুরাণের প্রভাস-খণ্ডে শিব এবং গৌরীর আলোচনা প্রসঙ্গে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশের তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি হংস (চিন্ময়) পরমাত্মা এবং সমস্ত জীবের পালনকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ষোল হাজার গোপিকাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এই ষোল হাজার গোপী হচ্ছেন ষোল প্রকার অন্তরঙ্গা প্রকৃতির প্রকাশ। দশম স্কন্ধে সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক চন্দ্রের মতো এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিরূপিণী গোপিকারা সেই চন্দ্রের চতুর্দিকে অবস্থিত তারকাবলীর মতো।

শ্লোক ২২

তস্যৈবং রমমাণস্য সংবৎসরগণান্ বহূন্ ।
গৃহমেধেষু যোগেষু বিরাগঃ সমজায়ত ॥ ২২ ॥

তস্য—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **রমমাণস্য**—আনন্দে ক্রীড়াশীল; **সংবৎসর**—বহু বছর; **গণান্**—বহু; **বহূন্**—অনেক; **গৃহমেধেষু**—গৃহস্থ জীবনে; **যোগেষু**—কামভোগপূর্ণ জীবনে; **বিরাগঃ**—অনাসক্তি; **সমজায়ত**—জাগ্রত হয়েছিল।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান বহু বছর গৃহস্থ জীবনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তারপর প্রপঞ্চে প্রকটিত গৃহস্থসুলভ ক্ষণভঙ্গুর কামভোগের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার বাসনা তাঁর পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান কখনও কোন প্রকার জড়জাগতিক যৌনজীবনের প্রতি আসক্ত নন, তবুও সারা জগতের গুরুরূপে তিনি কিভাবে গৃহস্থরূপে জীবনযাপন করতে হয়, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য বহু বছর ধরে গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। শ্রীল

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, *সমজায়ত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণরূপে প্রদর্শিত'। এই পৃথিবীতে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে ভগবান তাঁর অনাসক্তি প্রদর্শন করেছেন। তা পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয়েছিল যখন তিনি দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, সারা জীবন ধরে গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্ত থাকা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য যথাসময়ে স্বাভাবিকভাবে জড়জাগতিক জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া। গৃহস্থ জীবনের প্রতি ভগবানের অনাসক্তির অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর নিত্য পার্ষদ ব্রজগোপিকাদের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর প্রাপঞ্চিক লীলা সমাপন করার বাসনা করেছিলেন। ভগবান রুক্মিণী প্রমুখ তাঁর নিত্য পার্ষদ লক্ষ্মীদেবীদের প্রেমময়ী সেবার প্রতি কখনও বিরক্ত হতে পারেন না, যে সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় (৫/২৯) বর্ণনা করা হয়েছে — *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্* ।

শ্লোক ২৩

দৈবাধীনেষু কামেষু দৈবাধীনঃ স্বয়ং পুমান্ ।
কো বিশ্রম্ভেত যোগেন যোগেশ্বরমনুব্রতঃ ॥ ২৩ ॥

দৈব—দৈব; **অধীনেষু**—নিয়ন্ত্রিত হয়ে; **কামেষু**—ইন্দ্রিয় উপভোগে; **দৈব-অধীনঃ**—দৈব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **পুমান্**—জীব; **কঃ**—কে; **বিশ্রম্ভেত**—শ্রদ্ধা রাখতে পারে; **যোগেন**—ভক্তির দ্বারা; **যোগেশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনুব্রতঃ**—সেবা করে।

অনুবাদ

প্রত্যেক জীব দৈব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এবং তার ফলে তার ইন্দ্রিয় সুখভোগও সেই দৈবের অধীন। তাই ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে যাঁরা ভগবানের ভক্ত হতে পেরেছেন, তাঁরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে শ্রদ্ধা বা প্রীতি স্থাপন করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের দিব্য জন্ম এবং কর্ম কেউই বুঝতে পারে না। সেই একই তত্ত্ব এখানেও অনুমোদন করা হয়েছে—ভগবান এবং দৈবাধীন জীবের কার্যকলাপের পার্থক্য কেবল তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন। জড় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পশু, মানুষ এবং দেবতাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগ প্রকৃতি বা দৈবীমায়া নামক অলৌকিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্দ্রিয় সুখভোগের ব্যাপারে কেউই স্বতন্ত্র নয়, যদিও এই জড় জগতের সকলেই ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে চায়। যারা নিজেরাই দৈবীমায়া কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তারা কখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে, ইন্দ্রিয় সুখভোগের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। তারা বুঝতে পারে না যে, ভগবানের ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত। ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের ইন্দ্রিয়সমূহ সর্বশক্তিমান; অর্থাৎ, তিনি যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করতে পারেন। সীমিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনও বিশ্বাস করতে পারে না যে, ভগবান তাঁর অপ্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আহার করতে পারেন এবং কেবলমাত্র দর্শনের দ্বারা কামভোগ করতে পারেন। নিয়ন্ত্রিত জীবেরা তাদের বদ্ধ জীবনে এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু কেবল ভক্তিযোগের আচরণের ফলে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, ভগবান এবং তাঁর কার্যকলাপ সর্বদাই অপ্রাকৃত। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে কারো পক্ষেই ভগবানের কার্যকলাপের এক নগণ্য অংশও বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৪

পুর্যাং কদাচিৎক্রীড়দ্ভির্যদুভোজকুমারকৈঃ ।
কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্মতকোবিদাঃ ॥ ২৪ ॥

পুর্যাম্—দ্বারকা নগরীতে; **কদাচিৎ**—কোনও একসময়; **ক্রীড়দ্ভিঃ**—খেলা করতে করতে; **যদু**—যদুবংশীয়েরা; **ভোজ**—ভোজবংশীয়েরা; **কুমারকৈঃ**—রাজকুমারেরা; **কোপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়েছিল; **মুনয়ঃ**—মহান্ মুনিগণ; **শেপুঃ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **ভগবৎ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **মত**—ইচ্ছা; **কোবিদাঃ**—অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

এক সময় যদু ও ভোজবংশীয় রাজকুমারেরা খেলা করতে করতে মুনিদের ক্রোধ উৎপাদন করেছিলেন, এবং তার ফলে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে, সেই মুনিগণ তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের যে সমস্ত পার্ষদেরা যদু এবং ভোজবংশীয় রাজকুমারদের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, তাঁরা সাধারণ জীব ছিলেন না। তাঁদের পক্ষে কোন মহাত্মা বা ঋষিকে অপমান করা সম্ভব নয়, এবং ঋষিদের পক্ষেও ভগবানের নিজ বংশধর যদু ও ভোজবংশের রাজকুমারদের বিনোদ ক্রীড়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেওয়া সম্ভব নয়। ঋষিগণ কর্তৃক ক্রোধ প্রদর্শন এবং রাজকুমারদের প্রতি অভিশাপ দান ভগবানেরই আর একটি অপ্রাকৃত লীলা। রাজকুমারদের এইভাবে অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল যাতে সকলে বুঝতে পারেন ভগবানের বংশধরেরা পর্যন্ত, যাঁদের জড়া প্রকৃতির কোন কার্যকলাপই বিনাশ করতে পারে না, তাঁরাও ভগবানের মহান ভক্তদের কোপভাজন হতে পারেন। তাই সব সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত যে, ভগবানের ভক্তের চরণে যাতে কোন রকম অপরাধ না হয়ে যায়।

শ্লোক ২৫

ততঃ কতিপয়ৈর্মাসৈর্বৃষ্ণিভোজান্ধকাদয়ঃ ।
যযুঃ প্রভাসং সংহৃষ্টা রথৈর্দেববিমোহিতাঃ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তারপর; **কতিপয়ৈঃ**—কয়েকজন; **মাসৈঃ**—মাস অতিক্রান্ত হলে; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণিবংশীয়গণ; **ভোজ**—ভোজবংশীয়গণ; **অন্ধক-আদয়ঃ**—অন্ধক আদি বংশীয়গণ; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন; **প্রভাসম্**—প্রভাস তীর্থে; **সংহৃষ্টাঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; **রথৈঃ**—তাঁদের রথে চড়ে; **দেব**—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক; **বিমোহিতাঃ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

তার কয়েক মাস পর, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিমোহিত হয়ে, দেবতাদের অবতার বৃষ্ণি, ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়েরা মহা আনন্দে তাঁদের রথে চড়ে প্রভাস তীর্থে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা ছিলেন ভগবানের নিত্য ভক্ত, তাঁরা দ্বারকাতেই ছিলেন।

শ্লোক ২৬

তত্র স্নাত্বা পিতৃন্‌দেবানৃষীংশ্চৈব তদম্ভসা ।
তর্পয়িত্বাথ বিপ্রেভ্যো গাবো বহুগুণা দদুঃ ॥ ২৬ ॥

তত্র—সেখানে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **পিতৃন্**—পূর্বপুরুষদের; **দেবান্**—দেবতাদের; **ঋষীন্**—মহান ঋষিদের; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চয়ই; **তৎ**—সেই; **অম্ভসা**—জলের দ্বারা; **তর্পয়িত্বা**—তর্পণ করে; **অথ**—তারপর; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **গাবঃ**—গাভীসমূহ; **বহু-গুণাঃ**—অত্যন্ত উপযোগী; **দদুঃ**—দান করেছিলেন।

অনুবাদ

সেখানে গিয়ে তাঁরা সকলে স্নান করেছিলেন, এবং সেই তীর্থের জল দিয়ে পূর্বপুরুষ, দেবতা ও ঋষিদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তর্পণ করেছিলেন। তারপর তাঁরা রাজকীয়ভাবে ব্রাহ্মণদের বহু গাভীদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্তদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে—মুখ্যতঃ নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরাতলে অবতীর্ণ হলেও, তাঁরা কখনও জড় পরিবেশে অধঃপতিত হন না। সাধনসিদ্ধ ভক্তদের বদ্ধ জীবদের মধ্য থেকে মনোনয়ন করা হয়। সাধনসিদ্ধ ভক্তেরাও আবার মিশ্র এবং শুদ্ধ এই দুই ভাগে বিভক্ত। মিশ্র ভক্তেরা কখনও কখনও সকাম কর্মে উৎসাহশীল হন অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত হন। শুদ্ধ ভক্তেরা সমস্ত মিশ্রণ থেকে মুক্ত এবং তাঁরা তাঁদের অবস্থা ও পরিস্থিতি নির্বিশেষে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা কখনও ভগবানের সেবা ত্যাগ করে তীর্থভ্রমণে উৎসাহী হন না। এই যুগে একজন মহান ভগবদ্ভক্ত শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।"

যে শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবার ফলে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছেন, তাঁর বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণের কোন আবশ্যকতা নেই। কিন্তু যারা ততটা উন্নত নয়, তাদের তীর্থযাত্রা এবং নিয়মিতভাবে আচার অনুষ্ঠান পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদুবংশীয় যে সমস্ত রাজকুমারেরা প্রভাস তীর্থে গিয়েছিলেন, তাঁরা তীর্থস্থানে নির্ধারিত সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন এবং তাঁদের পুণ্যকর্মের ফল পিতৃপুরুষ ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি মানুষই ভগবান, দেবতা, ঋষি, অন্যান্য জীব, রাজা পিতৃপুরুষ ইত্যাদির কাছে অনেক প্রকার উপকারের জন্য ঋণী। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির এই ঋণ শোধ করার দায়িত্ব রয়েছে। যে সমস্ত যাদবেরা প্রভাস তীর্থে

গিয়েছিলেন, ভূমি, স্বর্ণ এবং পুষ্ট গাভী রাজকীয়ভাবে দান করার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, সেই কথা নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

হিরণ্যং রজতং শয্যাং বাসাংস্যাজিনকম্বলান্ ।
যানং রথানিভান্ কন্যা ধরাং বৃত্তিকরীমপি ॥ ২৭ ॥

হিরণ্যম্—স্বর্ণ; **রজতম্**—রৌপ্য মুদ্রা; **শয্যাম্**—শয্যা; **বাসাংসি**—বস্ত্র; **অজিন**—আসনের জন্য পশুচর্ম; **কম্বলান্**—কম্বল; **যানম্**—যান; **রথান্**—রথ; **ইভান্**—হাতি; **কন্যাঃ**—কন্যা; **ধরাম্**—ভূমি; **বৃত্তি-করীম্**—জীবিকানির্বাহের উপযোগী; **অপি**—ও।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের কেবল সুপুষ্ট গাভীই দান করা হয়নি, তাঁদের স্বর্ণমুদ্রা, রজত, শয্যা, বস্ত্র, মৃগচর্ম, কম্বল, রথ, হাতি, ঘোড়া, কন্যা এবং জীবিকানির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ভূমিও দান করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত দান করা হয়েছিল, যাঁরা পারমার্থিক এবং ভৌতিক উভয় দৃষ্টিতেই সমাজের কল্যাণের জন্য পূর্ণরূপে যুক্ত। বেতনভোগী সেবকদের মতো ব্রাহ্মণেরা এই সেবা করতেন না, কিন্তু সমাজ তাঁদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূরণ করত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের বিবাহ করার ব্যাপারে অসুবিধা ছিল, তাঁদের জন্য কন্যাদান করার ব্যবস্থা ছিল। সেই জন্য ব্রাহ্মণদের কোন রকম অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল না। ক্ষত্রিয় রাজা ও ধনী বৈশ্যেরা তাঁদের সমস্ত আবশ্যকতা পূরণ করতেন, এবং তার বিনিময়ে ব্রাহ্মণেরা সমগ্র সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকতেন। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষেরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। যখন ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষেরা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকা সত্ত্বেও সমাজ কর্তৃক পুষ্ট হয়ে দায়িত্ববিহীন হয়ে পড়ে, তখন তারা অধঃপতিত হয়ে ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ অযোগ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। তার ফলে সমাজের অন্য বর্ণের মানুষেরাও ক্রমশ প্রগতিশীল সমাজজীবন থেকে অধঃপতিত হয়। ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে, ভগবান গুণ-কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, জন্ম অনুসারে করেননি যা বর্তমান অধঃপতিত সমাজ ভ্রান্তভাবে দাবি করে।

শ্লোক ২৮

অন্নং চোরুরসং তেভ্যো দত্ত্বা ভগবদর্পণম্ ।
গোবিপ্রার্থাসবঃ শূরাঃ প্রণেমুর্ভুবি মূর্ধভিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্নম্—খাদ্য; **চ**—ও; **উরু-রসম্**—অত্যন্ত সুস্বাদু; **তেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **দত্ত্বা**—দেওয়ার পর; **ভগবৎ-অর্পণম্**—যা প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছিল; **গো**—গাভী; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **অর্থ**—উদ্দেশ্যে; **অসবঃ**—জীবনের উদ্দেশ্য; **শূরাঃ**—সমস্ত বীর ক্ষত্রিয়গণ; **প্রণেমুঃ**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **ভুবি**—ভূমি স্পর্শ করে; **মূর্ধভিঃ**—তাদের মস্তক দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর তাঁরা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভগবানকে নিবেদিত অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে., মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে, তাঁদের প্রণাম করেছিলেন। সেই সমস্ত যাদবেরা গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন যাপন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রভাস তীর্থে যদুবংশীয়েরা যেভাবে আচরণ করেছিলেন তা ছিল অতি উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং মানবজীবনের পূর্ণতার আদর্শ। মানবজীবনের পূর্ণতালাভ হয় তিনটি আদর্শ অনুসরণ করার ফলে—গোরক্ষা, ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পালন এবং সর্বোপরি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত না হলে মানবজীবনের পূর্ণতা সাধিত হয় না। মানবজীবনের পূর্ণতা হচ্ছে চিৎ জগতে উন্নীত হওয়া, যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, এবং ব্যাধিও নেই। এইটি হচ্ছে মানবজীবনের পূর্ণতার সর্বোচ্চ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ব্যতীত, তথাকথিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যত রকম জাগতিক উন্নতিই সাধন করা হোক না কেন, তা কেবল মানবজীবনের ব্যর্থতাই আনয়ন করবে।

যে খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা হয়নি, তা ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবেরা কখনও গ্রহণ করেন না। ভগবানকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য ভক্তেরা ভগবানের প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের আহার সরবরাহ করেন। মানুষকে সব সময় সচেতন থাকতে হবে যে, খাদ্যশস্য, শাকসবজি, দুধ, জল ইত্যাদি জীবনের সমস্ত মুখ্য প্রয়োজনগুলি ভগবান সরবরাহ

করছেন এবং এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কোন বৈজ্ঞানিক অথবা জড়বাদী তাদের গবেষণাগারে অথবা কলকারখানায় তৈরি করতে পারে না। বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষদের বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং যাঁরা পরম সত্যকে তাঁর পরম সবিশেষরূপে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের বলা হয় বৈষ্ণব। এই দুই শ্রেণীর মানুষেরাই যজ্ঞের অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করেন। যজ্ঞের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান করা। ভগবদ্গীতায় (৩/১৩) বলা হয়েছে যে, যিনি যজ্ঞের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আহার করেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, আর যারা নিজের দেহ ধারণের জন্য খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে আহার করে, তারা সব রকম পাপ আহার করে, যার ফলে তারা দুঃখভোগ করে। প্রভাস তীর্থে যাদবেরা ব্রাহ্মণদের জন্য যে আহার্য তৈরি করেছিলেন, তা সব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়েছিল। মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে যাদবেরা তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের সেবায় পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে, যাদব অথবা বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী দিব্যজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত যে কোন পরিবারের সদস্যদের মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনের শিক্ষা দেওয়া হয়।

এখানে উরু-রসম্ শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। শস্য, শাকসবজি এবং দুধের দ্বারা শত শত সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা যায়। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সাত্ত্বিক, এবং তাই সেগুলি পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা যায়। ভগবদ্গীতায় (৯/২৬) উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ণভক্তি সহকারে নিবেদিত ফল, ফুল, পাতা ও জল ভগবান গ্রহণ করেন। ভক্তিই হচ্ছে ভগবানকে নিবেদন করার একমাত্র মানদণ্ড। ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভক্ত কর্তৃক নিবেদিত এই প্রকার খাদ্যদ্রব্য তিনি অবশ্যই গ্রহণ করেন। অতএব, সর্বতোভাবে বিচার করে দেখা যায় যে, যাদবেরা ছিলেন পূর্ণরূপে শিক্ষিত সভ্য ব্যক্তি, এবং তাঁরা যে ব্রাহ্মণ ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তা কেবল ভগবানেরই ইচ্ছার ফলে। এই সমগ্র ঘটনাটি সকলকে সাবধান করে দেয় যে, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের সঙ্গে কখনও অনুচিত বা লঘু আচরণ করা উচিত নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বৃন্দাবনের বাইরে ভগবানের লীলাবিলাস' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

সর্বদাই নবযৌবনসম্পন্ন।" তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবান বিভিন্ন প্রকার *স্বয়ং-প্রকাশ* রূপে এবং পুনরায় *প্রাভব* ও *বৈভব* রূপের বিস্তার করতে পারেন। এই সমস্ত রূপ পরস্পর থেকে অভিন্ন। বিভিন্ন মহলে রাজকুমারীদের সঙ্গে বিবাহ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেই রূপ গ্রহণ করেছিলেন, সেই রূপ প্রতিটি রাজকুমারীর অনুরূপতার বিচারে পরস্পর থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ছিল। তাঁদের বলা হয় ভগবানের বৈভববিলাস রূপ, এবং তাঁদের প্রকাশ হয় ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা।

শ্লোক ৯

তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্বতঃ ।
একৈকস্যাং দশ দশ প্রকৃতের্বিবুভূষয়া ॥ ৯ ॥

তাসু—তাঁদের; **অপত্যানি**—পুত্র; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **আত্ম-তুল্যানি**—নিজের মতো; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **এক-একস্যাম্**—তাঁদের প্রত্যেকের; **দশ**—দশ; **দশ**—দশ; **প্রকৃতেঃ**—নিজেকে বিস্তার করার জন্য; **বিবুভূষয়া**—সেই রকম ইচ্ছা করে।

অনুবাদ

তাঁর অপ্রাকৃত রূপে নিজেকে বিস্তার করার জন্য ভগবান তাঁদের প্রত্যেকের গর্ভে ঠিক তাঁর নিজের মতো গুণসম্পন্ন দশ-দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ১০

কালমাগধশাল্বাদীননীকৈ রুন্ধতঃ পুরম্ ।
অজীঘনৎস্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ ॥ ১০ ॥

কাল—কালযবন; **মাগধ**—মগধের রাজা (জরাসন্ধ); **শাল্ব**—রাজা শাল; **আদীন্**—ইত্যাদি; **অনীকৈঃ**—সৈন্যদের দ্বারা; **রুন্ধতঃ**—বেষ্টিত হয়ে; **পুরম্**—মথুরা নগরী; **অজীঘনৎ**—বধ করেছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **দিব্যম্**—দিব্য; **স্ব-পুংসাম্**—তাঁর আপনজনদের; **তেজঃ**—শক্তি; **আদিশৎ**—প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কাছে পত্নীরূপে অর্পণ করেছিলেন, কেননা ভগবানই আর্তদের একমাত্র বন্ধু। ভগবান তাঁদের গ্রহণ না করলে তাঁদের বিবাহের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেননা নরকাসুর কর্তৃক তাঁদের পিত্রালয় থেকে অপহৃত হওয়ার ফলে কেউই তাঁদের বিবাহ করতে রাজি হত না। বৈদিক সমাজে কন্যা পিতার সংরক্ষণ থেকে পতির সংরক্ষণে স্থানান্তরিত হয়। যেহেতু সেই রাজকন্যারা পিতার সংরক্ষণ থেকে অপহৃত হয়েছিলেন, তাই স্বয়ং ভগবান ছাড়া তাঁদের অন্য কোন পতিলাভ করা কঠিন হত।

শ্লোক ৮

আসাং মুহূর্ত একস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাম্ ।
সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়া ॥ ৮ ॥

আসাম্—তাঁরা সকলে; মুহূর্তে—একই সময়ে; একস্মিন্—একসাথে; নানা-আগারেষু—বিভিন্ন আবাস থেকে; যোষিতাম্—রমণীদের; সবিধম্—বিধিপূর্বক; জগৃহে—গ্রহণ করেছিলেন; পাণীন্—হাত; অনুরূপঃ—অনুরূপ; স্ব-মায়য়া—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে নানা গৃহে অবস্থিত সেই সমস্ত রাজকন্যাদের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করে, একইসময়ে শাস্ত্র বিধিমতে তাঁদের বিবাহ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অংশের বর্ণনা করা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি তাঁর অনন্ত রূপধারী অংশ থেকে অভিন্ন, যাঁরা সকলে অচ্যুত, অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত রূপসম্পন্ন। যদিও তিনি আদি পুরুষ এবং সবচাইতে প্রাচীন, তবুও

কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তার ফলে নরকাসুরের রাজ্য তিনি তার পুত্রকে ফিরিয়ে দেন, এবং তারপর তিনি সেই অসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অন্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, নরকাসুর ছিল ধরিত্রীর গর্ভজাত ভগবানেরই পুত্র। কিন্তু বাণাসুরের অসৎসঙ্গ প্রভাবে সে অসুরে পরিণত হয়েছিল। নাস্তিকদের বলা হয় অসুর, এবং সাধুচরিত্রের মাতাপিতার পুত্রও অসৎসঙ্গের প্রভাবে যে অসুরে পরিণত হতে পারে তা সত্য। সৎ হওয়ার ব্যাপারে জন্মই সর্বদা কারণ নয়; সৎসঙ্গের সংস্কৃতিতে শিক্ষিত না হলে কেউ সৎ হতে পারে না।

শ্লোক ৭

তত্রাহৃতাস্তা নরদেবকন্যাঃ
কুজেন দৃষ্ট্বা হরিমার্তবন্ধুম্ ।
উত্থায় সদ্যো জগৃহুঃ প্রহর্ষ-
ব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ ॥ ৭ ॥

তত্র—নরকাসুরের অন্তঃপুরে; আহৃতাঃ—অপহৃতা; তাঃ—তারা সকলে; নর-দেব-কন্যাঃ—বহু রাজকন্যাগণ; কুজেন—অসুরদের দ্বারা; দৃষ্ট্বা—দেখে; হরিম্—ভগবান শ্রীহরিকে; আর্ত-বন্ধুম্—আর্তদের সুহৃৎ; উত্থায়—সহসা উঠে; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; জগৃহুঃ—গ্রহণ করেছিলেন; প্রহর্ষ—আনন্দভরে; ব্রীড়া—লজ্জা; অনুরাগ—আসক্তি; প্রহিত-অবলোকৈঃ—উৎসুক দৃষ্টিপাতের দ্বারা।

অনুবাদ

নরকাসুর কর্তৃক অপহৃতা রাজকন্যারা আর্তবন্ধু শ্রীহরিকে দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আনন্দ, লজ্জা ও অনুরাগযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা তাঁকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

নরকাসুর বহু মহান রাজাদের কন্যাদের অপহরণ করে তার প্রাসাদে বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু তাকে বধ করে ভগবান যখন তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন সমস্ত রাজকন্যারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা নিজেদের ভগবান

শুনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস করেছিল। এই ঘটনায় ইন্দ্রের মূর্খতা প্রমাণিত হয়েছিল, কেননা সে ভুলে গিয়েছিল যে, সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি।

ভগবান যদিও স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করেছিলেন, তাতে কোন অন্যায় হয়নি, কিন্তু ইন্দ্র স্ত্রৈণ হওয়ায়, শচী আদি সুন্দরী স্ত্রীগণ কর্তৃক বশীভূত হওয়ার ফলে স্বভাবতই সে মূর্খে পরিণত হয়েছিল। স্ত্রৈণরা সাধারণত মূর্খই হয়ে থাকে। ইন্দ্র মনে করেছিল যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন একজন স্ত্রৈণ পতি, যিনি তাঁর পত্নী সত্যভামার ইচ্ছা পূরণের জন্য স্বর্গের সম্পদ হরণ করেছিলেন, এবং তাই ইন্দ্র মনে করেছিল সে শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডদান করতে পারবে। সে ভুলে গিয়েছিল যে, ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর মালিক এবং তাই তিনি কখনও স্ত্রৈণ হতে পারেন না। ভগবান সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, এবং তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল তিনি সত্যভামার মতো শত সহস্র পত্নীর পাণিগ্রহণ করতে পারেন। তাই সত্যভামা সুন্দরী পত্নী ছিলেন বলে তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর প্রেমময়ী সেবায় প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর ভক্তের অনন্য ভক্তির প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

সুতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং
দৃষ্ট্বা সুনাভোন্মথিতং ধরিত্র্যা ।
আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং
দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ ॥ ৬ ॥

সুতম্—পুত্র; **মৃধে**—যুদ্ধে; **খম্**—আকাশ; **বপুষা**—তার দেহের দ্বারা; **গ্রসন্তম্**—গ্রাস করার সময়; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সুনাভ**—সুদর্শন চক্রের দ্বারা; **উন্মথিতম্**—বধ করেছিলেন; **ধরিত্র্যা**—পৃথিবীর; **আমন্ত্রিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **তৎ-তনয়ায়**—নরকাসুরের পুত্রের জন্য; **শেষম্**—যা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল; **দত্ত্বা**—ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; **তৎ**—তার; **অন্তঃ-পুরম্**—গৃহের অভ্যন্তরে; **আবিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

ধরিত্রীর পুত্র নরকাসুর সমগ্র গগনমণ্ডল তার শরীরের দ্বারা গ্রাস করতে চেয়েছিল, এবং সেই জন্য যুদ্ধে ভগবান তাকে হত্যা করেন। তার মাতা তখন ভগবানের

তার ফলে তাঁদের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ভগবান তাঁদের সকলকে হত্যা করেছিলেন অথবা আহত করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে অক্ষত ছিলেন।

শ্লোক ৫

প্রিয়ং প্রভুর্গ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া
বিধিৎসুরার্চ্ছদ্ দ্যুতরুং যদর্থে ।
বজ্র্যাদ্রবত্তং সগণো রুষান্ধঃ
ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্ ॥ ৫ ॥

প্রিয়ম্—প্রিয় পত্নীর; **প্রভুঃ**—প্রভু; **গ্রাম্যঃ**—সাধারণ জীব; **ইব**—মতো; **প্রিয়ায়াঃ**—প্রসন্ন করার জন্য; **বিধিৎসুঃ**—ইচ্ছা করে; **আর্চ্ছৎ**—নিয়ে এসেছিলেন; **দ্যুতরুম্**—পারিজাত বৃক্ষ; **যৎ**—যে; **অর্থে**—জন্য; **বজ্রী**—দেবরাজ ইন্দ্র; **আদ্রবৎ তম্**—তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল; **স-গণঃ**—সদলবলে; **রুষা**—ক্রোধে; **অন্ধঃ**—অন্ধ; **ক্রীড়ামৃগঃ**—স্ত্রৈণ; **নূনম্**—নিশ্চয়ই; **অয়ম্**—এই; **বধূনাম্**—পত্নীদের।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষ যেভাবে পত্নীর প্রীতিসাধন করে, তেমনই তাঁর পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র তার পত্নীর প্ররোচনায় (স্ত্রৈণ হওয়ার ফলে), ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার সমগ্র সামরিক শক্তিসহ তাঁর পিছু পিছু ধাবিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবমাতা অদিতিকে একটি কর্ণকুণ্ডল উপহার দেওয়ার জন্য স্বর্গে গিয়েছিলেন। তাঁর পত্নী সত্যভামাও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। স্বর্গে পারিজাত নামক একটি বিশেষ ফুলের গাছ রয়েছে, যা কেবল স্বর্গলোকেই পাওয়া যায়, এবং সত্যভামা সেই গাছটি পেতে ইচ্ছা করেন। তাঁর পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য একজন সাধারণ পতির মতো ভগবান সেই বৃক্ষটি নিয়ে আসেন, এবং তার ফলে বজ্রপাণি ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। ইন্দ্রের পত্নীরা তাকে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং ইন্দ্র স্ত্রৈণ ও মূর্খ হওয়ার ফলে, তাদের কথা

তাৎপর্য

মহারাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী ছিলেন লক্ষ্মীদেবীরই মতো আকর্ষণীয়া, কেননা তিনি গায়ের বর্ণে এবং মূল্যে ছিলেন সোনারই মতো মূল্যবান। যেহেতু লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, তেমনই রুক্মিণীও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। কিন্তু যদিও মহারাজ ভীষ্মক কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন, তবুও রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিশুপালকে তাঁর বররূপে নির্বাচিত করেছিল। রুক্মিণী পত্র লিখে শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন, তিনি যেন এসে শিশুপালের কবল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। তাই, যখন বরযাত্রীদের নিয়ে বর শিশুপাল রুক্মিণীকে বিবাহ করার জন্য সেখানে আসে, তখন শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে সমবেত সমস্ত রাজপুত্রদের মস্তকে পদক্ষেপ করে, ঠিক যেভাবে গরুড় অসুরদের হস্ত থেকে অমৃত হরণ করেছিল, সেইভাবে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে দশম স্কন্ধে বর্ণিত হবে।

শ্লোক ৪

ককুদ্মিনোঽবিদ্ধনসো দমিত্বা
স্বয়ংবরে নাগ্নজিতীমুবাহ ।
তদ্ভগ্নমানানপি গৃধ্যতোঽজ্ঞা-
ঞ্জয়েঽক্ষতঃ শস্ত্রভৃতঃ স্বশস্ত্রৈঃ ॥ ৪ ॥

ককুদ্মিনঃ—বৃষসমূহের; **অবিদ্ধ-নসঃ**—যাদের নাক ছিদ্র হয়নি; **দমিত্বা**—দমন করে; **স্বয়ংবরে**—স্বয়ংবর সভায়; **নাগ্নজিতীম্**—রাজকুমারী নাগ্নজিতীকে; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **তৎ-ভগ্নমানান্**—এইভাবে যাঁরা নিরাশ হয়েছিলেন; **অপি**—যদিও; **গৃধ্যতঃ**—চেয়েছিলেন; **অজ্ঞান্**—মূর্খ; **জয়ে**—নিহত এবং আহত; **অক্ষতঃ**—আহত না হয়ে; **শস্ত্র-ভৃতঃ**—সব রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; **স্ব-শস্ত্রৈঃ**—তাঁর স্বীয় অস্ত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

অবিদ্ধনাসা সাতটি বৃষকে দমন করে তিনি রাজকুমারী নাগ্নজিতীকে স্বয়ংবরে বিবাহ করেছিলেন। যদিও ভগবান কন্যারত্নটিকে জয় করেছিলেন, তবুও সেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং

এনে তাঁকে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। ভগবান সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈদিক জ্ঞান শিক্ষালাভ করার জন্য সদ্‌গুরুর কাছে যাওয়ার আবশ্যকতা এবং সেবা ও দক্ষিণার দ্বারা গুরুদেবের সন্তুষ্টিবিধান করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি নিজে এই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। ভগবান তাঁর গুরু সান্দীপনি মুনির সেবা করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই মুনি ভগবানের শক্তি সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত থাকার ফলে, তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু চেয়েছিলেন যা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। গুরুদেব চেয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত পুত্রকে যেন তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনা হয়, এবং ভগবান তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কেউ যখন ভগবানের কোন রকম সেবা করেন, ভগবান তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন। যে সমস্ত ভক্ত সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনে নিযুক্ত, তাঁরা ভক্তির প্রগতির পথে কখনই নিরাশ হন না।

শ্লোক ৩

সমাহৃতা ভীষ্মককন্যয়া যে
শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্ ।
গান্ধর্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং
জহ্রে পদং মূর্ধ্নি দধৎসুপর্ণঃ ॥ ৩ ॥

সমাহৃতাঃ—নিমন্ত্রিত; **ভীষ্মক**—রাজা ভীষ্মকের; **কন্যয়া**—কন্যার দ্বারা; **যে**—যে সমস্ত; **শ্রিয়ঃ**—সৌভাগ্য; **স-বর্ণেন**—একই প্রকার ক্রম অনুসারে; **বুভূষয়া**—আশা করে; **এষাম্**—তাদের; **গান্ধর্ব**—গান্ধর্ব বিবাহ করায়; **বৃত্ত্যা**—এই প্রথায়; **মিষতাম্**—নিয়ে যাওয়ার সময়; **স্ব-ভাগম্**—স্বীয় ভাগ; **জহ্রে**—নিয়ে গিয়েছিল; **পদম্**—চরণ; **মূর্ধ্নি**—মস্তকের উপর; **দধৎ**—স্থাপন করে; **সুপর্ণঃ**—গরুড়।

অনুবাদ

রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু রাজা এবং রাজপুত্র তাঁকে বিবাহ করার জন্য স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত রাজদের মস্তকে পদক্ষেপ করে, গরুড় যেভাবে অমৃত কলস নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন।

নির্যাতনকারী মাতুলকে সংহার করেছিলেন। কংস ছিল এক মহা অসুর। বসুদেব ও দেবকী কখনও ভাবতে পারেননি যে, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই বিশাল ও অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রুকে বধ করতে সক্ষম হবে। দুই ভাই যখন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট কংসকে আক্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁদের পিতামাতা অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন যে, এখন হয়তো কংস তাঁদের পুত্রদের হত্যা করবে, যাঁকে তাঁরা এতকাল ধরে নন্দ মহারাজের গৃহে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ভগবানের পিতামাতা তাঁদের প্রতি বাৎসল্য স্নেহবশত গভীর বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন, এবং তাঁরা প্রায় মূর্ছিত হচ্ছিলেন। কংসকে যে তিনি সত্যি সত্যি বধ করেছেন, তা তাঁদের দেখাবার জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম কংসের মৃতদেহ মাটিতে টেনে এনেছিলেন, এবং এইভাবে তাঁদের আনন্দবিধান করেছিলেন।

শ্লোক ২

সান্দীপনেঃ সকৃৎপ্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্ ।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥ ২ ॥

সান্দীপনেঃ—সান্দীপনি মুনি; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **প্রোক্তম্**—আদিষ্ট হয়ে; **ব্রহ্ম**—জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসহ সমগ্র বেদ; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করার পর; **স-বিস্তরম্**—বিস্তারিতভাবে; **তস্মৈ**—তাঁকে; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **বরম্**—বর; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্র; **মৃতম্**—মৃত; **পঞ্চ-জন**—মৃত আত্মাদের ক্ষেত্র; **উদরাৎ**—উদর থেকে।

অনুবাদ

তাঁর গুরু সান্দীপনি মুনির কাছ থেকে কেবল একবার মাত্র শ্রবণ করে তিনি বিভিন্ন শাখা সমেত সমগ্র বেদ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এবং তাঁর গুরুদেবের প্রার্থনা অনুসারে তাঁর পুত্রকে যমলোক থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানই কেবল একবার মাত্র তাঁর গুরুদেবের মুখ থেকে শ্রবণ করার ফলে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত শাখায় দক্ষ হতে পারেন। এমন কেউ নেই, যে যমলোকে চলে যাওয়ার পর মৃত শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যমলোকে গিয়ে তাঁর গুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে পুনরায় ফিরিয়ে